ভাস

কালিদাস-পূর্ব যুগের নাট্যকারদের মধ্যে প্রথিতযশা ভাসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল যাবৎ ভাসের প্রসিদ্ধি ছিল কেবল প্রখ্যাত নাট্যকাররূপে। বিদ্বৎসমাজের কাছে তাঁর একটিমাত্র নাটক 'স্বপ্নবাসবদত্তা' বিশেষ পরিচিত ছিল। ভাসের আবির্ভাবকাল বা তাঁর রচিত অন্যান্য নাটক বিদ্বজ্জনের কাছে অজ্ঞাত ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত তেরখানি নাটকের পাণ্ডুলিপি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করল। সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে তা ভাস-সমস্যা নামে পরিচিত।

ভাস-সমস্যা (Bhasa Problem)

প্রাক্ কালিদাসীয় যুগের নাট্যকার রূপে ভাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রস্তাবনায় প্রথিতযশা ভাসের নাম উল্লেখ করেছেন—"প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কথং বহুমানঃ।" প্রখ্যাত গদ্যকাব্যকার বাণভট্টও তাঁর 'হর্ষচরিত' কাব্যের প্রারম্ভে ভাসের নাটকের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন—

"সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব।।"

Scanned with CamScanner

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ভাস কেবলমাত্র প্রখ্যাত নাট্যকার রূপে পরিচিত ছিলেন। আলংকারিকদের কাছে তাঁর 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকই কেবল প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ভাসের অন্যান্য নাটকগুলি বিদ্বজ্জনের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ১৯০৯ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রী কেরলের অন্তর্গত মন্‌লিক্করনাথম্ নামক স্থানে তেরটি নাটকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেই নাটকগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(১) রামায়ণ মূলক নাটক—প্রতিমা ও অভিষেক নাটক।

(২) মহাভারত মূলক নাটক—দূতবাক্য, কর্ণভার, দূতঘটোৎকচ, মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র, উরুভঙ্গ, বালচরিত।

(৩) বৃহৎকথা মূলক নাটক—স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ।

(৪) কথামূলক নাটক—অবিমারক, চারুদত্ত।

এই তেরখানি নাটকের আবিষ্কার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই নাটকগুলির রচয়িতা কে, কবেই বা তাঁর আবির্ভাবকাল, নাটকগুলি একই নাট্যকারের লেখনী-প্রসূত কিনা—প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এই নাটকগুলিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সমস্যাই ভাস-সমস্যা নামে প্রসিদ্ধ।

নানা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে একদল পণ্ডিত এই নাটকগুলিকে ভাস নাটকচক্রের গৌরবময় নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করেছেন। অপরপক্ষ সব ক'টি নাটককে ভাসের রচনা বলে স্বীকার করতে রাজি নন। পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী আবিষ্কৃত নাটকগুলি পর্যালোচনা করে এগুলিকে ভাসের রচনা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অধ্যাপক কীথ, টমাস, পরাঞ্জপে, দেবধর প্রভৃতিও এই মতের সমর্থক। অপরদিকে বার্ণেট, জনস্টন, পিসারোতি প্রভৃতি বিদগ্ধ সমালোচকের মতে রচনাগুলি ভাসের নয়। গণপতি শাস্ত্রী যে সকল যুক্তি ও আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্যকে নিজের সিদ্ধান্তের অনুকূলে উপস্থাপিত করেছেন সেগুলি নিম্নরূপ ঃ—

(১) আবিষ্কৃত তেরখানি নাটকের কোনটিতেই নাট্যকারের নাম উল্লিখিত হয় নি।

(২) কোন নাটকের প্রথমে নান্দীশ্লোক নেই। অথচ প্রতিটি নাটকের প্রথমে এরূপ নাট্যনির্দেশ আছে—"নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।" এর থেকে অনুমিত হয় যে, রঙ্গগৃহে নান্দী অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মঞ্চে সূত্রধারের প্রবেশ সূচিত হয়েছে।

(৩) একাধিক নাটকে মুদ্রালংকারের দ্বারা নাটকীয় পাত্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, পঞ্চরাত্র, উরুভঙ্গ, প্রতিমা নাটকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৪) "রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ"—প্রায় এই জাতীয় ভরতবাক্য প্রায় প্রতিটি নাটকে পরিলক্ষিত হয়।

(৫) চিরাচরিত 'প্রস্তাবনা' শব্দের পরিবর্তে নাটকগুলিতে প্রস্তাবনার সমার্থক পারিভাষিক 'স্থাপনা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

(৬) অধিকাংশ নাটকে অপাণিনীয় শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে।

(৭) একাধিক নাটকে নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করে রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধ, মৃত্যু প্রভৃতি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে।

(৮) সব কয়টি নাটকে প্রায় একই জাতীয় প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

(৯) নাটকগুলির মধ্যে ভাবগত, কল্পনাগত, বর্ণনাগত, শ্লোকগত বা শ্লোকাংশগত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যেমন—

(ক) "কিং বক্ষ্যতীতি হৃদয়ং পরিশঙ্কিতং মে"—এই শ্লোকাংশটি অভিষেক ও স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকে পাওয়া যায়।

(খ) "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্বিফলতাং গতা।।"—এই শ্লোকটি বালচরিত এবং চারুদত্ত নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে।

(গ) "এবমার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি। অয়ে! কিং নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে"—এই বাক্যটি স্বপ্নবাসবদত্ত, পঞ্চরাত্র, দূতঘটোৎকচ, বালচরিত, মধ্যমব্যায়োগ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ এবং অভিষেক নাটকে পাওয়া যায়।

(ঘ) "ধর্মস্নেহাস্তরেন্যস্তা"—এই শ্লোকাংশটি স্বপ্নবাসবদত্ত ও অভিষেক নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে পাওয়া যায়।

(ঙ) বালচরিত এবং পঞ্চরাত্র নাটকে একই গ্রাম্যচিত্র কল্পিত হয়েছে।

(চ) বালচরিত, অভিষেক, দূতবাক্য প্রভৃতি নাটকে মহাবীরগণকে মন্দার পর্বতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

(ছ) একাধিক নাটকে নায়ক-নায়িকার মিলনকে চন্দ্রের সঙ্গে বিশাখা অথবা রোহিণী নক্ষত্রের মিলন-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরি-উক্ত প্রমাণ সমূহের উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, সম্পূর্ণ নাটকচক্র একজন কবিরই রচনা। কিন্তু কে সেই কবি? এই প্রশ্ন বা সমস্যা সমাধানের জন্য আলংকারিক রাজশেখরের একটি শ্লোক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সূক্তিমুক্তাবলীতে রাজশেখরের সেই শ্লোকটি হল—

"ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ।।"

এই শ্লোক থেকে জানা যায় যে, ভাস একটি নাটকচক্র রচনা করেছিলেন, সেই

Scanned with CamScanner

নাটকচক্রের মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকই ছিল শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রীর দ্বারা আবিষ্কৃত নাটকগুলির মধ্যেও স্বপ্নবাসবদত্ত নামক নাটক ছিল এবং এই নাটকের সঙ্গে অন্যান্য নাটকগুলির রচনারীতির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সুতরাং সব কয়টি নাটকই নাট্যকার ভাসের রচনা। আবার কবি বাণভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকার "সূত্রধারকৃতারম্ভৈঃ' ইত্যাদি শ্লোকে ভাসের নাটকের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তা এই নাটকগুলিতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অর্থাৎ সমস্ত নাটক সূত্রধারের বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে, নাটকগুলিতে বহু ভূমিকার সমাবেশ আছে, পতাকার উপস্থিতি নাটকগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আরও একটি সাদৃশ্য নাটকগুলির মধ্যে লক্ষণীয়। নাট্যগতির দ্রুততা সম্পাদনের জন্য নাট্যকার "প্রবিশ্য', ও "নিষ্ক্রম্য" শব্দ ব্যবহার করে ঘনঘন মঞ্চে পাত্রপাত্রীর প্রবেশ ও প্রস্থান সূচিত করেছেন। গঠনগত এবং আভ্যন্তরীণ এই সকল সাদৃশ্য একথাই প্রমাণ করে যে, সম্পূর্ণ নাটকচক্রটি নাট্যকার ভাস কর্তৃক রচিত।

অপরদিকে বার্নেট, জনস্টন, পিসারোতি প্রভৃতি পণ্ডিত এই নাটকগুলিকে ভাসের রচনা বলে মানতে রাজী নন। তাঁদের যুক্তি হল—(১) এই নাটকগুলি সম্ভবতঃ কেরল অঞ্চলের ভ্রাম্যমান চক্কিয়ার নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক রচিত। (২) আবার এমনও হতে পারে—বিভিন্ন নাট্যকারের নাটক এই ভ্রাম্যমান নাট্যগোষ্ঠী সংগ্রহ করে নিজেদের অভিনয়োপযোগী করে পরিবর্তন করে নিয়েছে। সুতরাং নাটকের অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য এই পরিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। (৩) 'নান্দ্যন্তে'—এই তথাকথিত প্রাচীন রীতি কেবল এই আবিষ্কৃত নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য নয়। এই রীতি শূদ্রকের 'পদ্মপ্রাভৃতক' এবং বিজ্জকার 'কৌমুদীমহোৎসব' নামক নাটকেও দেখা যায়। (৪) স্বপ্নবাসবদত্তের যে সকল উদ্ধৃতি অন্যত্র পাওয়া যায়, অধুনাপ্রাপ্ত স্বপ্নবাসবদত্তের সঙ্গে তা সর্বাংশে এক নয়। (৫) বাণভট্টের "সূত্রধারকৃতারম্ভৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকে ভাসের নাট্যরীতির সংকেত আছে একথা সঙ্গত নয়। এখানে ভাসের নাটককে দেবমন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মাত্র।

ভিন্তারনিৎস, সুকথঙ্কর প্রভৃতি পণ্ডিত এবিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে যতদিন পর্যন্ত অন্য কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া যায় ততদিন পর্যন্ত ভাসকেই এই নাটকচক্রের রচয়িতা রূপে স্বীকার করতে কোন বাধা নেই। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, বিরোধীরা তাঁদের মতকে আরো যুক্তিদ্বারা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত গণপতি শাস্ত্রীর মতই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। উপসংহারে এস. কে. দে মহোদয়ের মত উদ্ধৃত করে একথা বলাই সমীচীন যে—"The thirteen Trivandrum plays reveal undoubted similarities, not only verbal and structural, but also stylistic and ideological which might suggest unity of authorship."[১]

১. Dasgupta & De : HSL, P–107

ভাসের নাটকাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রতিমা ঃ ভাসের রামায়ণ কথামূলক নাটকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হল প্রতিমা নাটক। রামের বনবাস থেকে আরম্ভ করে রাবণ বধের পর পুষ্পক বিমানে সীতার সঙ্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনা এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিমাগৃহের কল্পনা ভাসের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। মাতুলালয় থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রতিমাগৃহে রক্ষিত দশরথের মূর্তি দেখে ভরত পিতার মৃত্যুর কথা জানতে পারেন। কারণ এখানে সূর্যবংশের মৃত রাজাদেরই মূর্তি কেবল রাখা হয়। নাটকটি সাত অঙ্কে নিবদ্ধ।

অভিষেক ঃ রামায়ণ মূলক 'অভিষেক' ছয় অঙ্কের নাটক। রামচন্দ্রের দ্বারা বালিবধ ও কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে সুগ্রীবের অভিষেকের মাধ্যমে নাটকটির সূত্রপাত। অবশেষে রাবণবধের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষা, অযোধ্যার সিংহাসনে রামচন্দ্রের অভিষেকে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে। রামচন্দ্র ও সুগ্রীব—উভয়ের অভিষেক এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বলে নাটকটির অভিষেক নামকরণ যথার্থ।

দূতবাক্য ঃ দূতবাক্য একাঙ্ক নাটক। নাটকের কাহিনী মহাভারত থেকে আহৃত। পাণ্ডবদের দূতরূপে শ্রীকৃষ্ণ কুরুরাজ দুর্যোধনের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে পাণ্ডবদের জন্য রাজ্যের অর্ধাংশ দাবী করেন। দুর্যোধন স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে, বিনা যুদ্ধে তিনি সূচ্যগ্র ভূমিও পাণ্ডবদের দেবেন না। শুধু তাই নয়, দূতরূপে আগত শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বন্দী করতে আদেশ দেন। দুর্যোধনের ধৃষ্টতায় শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়।

কর্ণভার ঃ মহাভারত কথামূলক এই নাটকটিও একাঙ্ক। অর্জুনের বিরুদ্ধে কর্ণের যুদ্ধযাত্রাকালে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষার প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। দানবীর কর্ণ প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণের জন্য বিভিন্ন রত্ন, রত্নমণ্ডিত বহুসংখ্যক অশ্ব, সবৎস গাভী, হস্তী, এমন কি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল দান করতে চাইলেন। এসবের কোনটাই প্রার্থীর কাম্য নয়। তিনি কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডল প্রার্থনা করলেন। সারথি শল্যের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি নিজের অভেদ্য কবচকুণ্ডল তুলে দিলেন ছদ্মবেশী ইন্দ্রের হাতে। বিনিময়ে দেবদূতের মাধ্যমে ইন্দ্র কর্ণকে দিলেন বিমলা নামক একাগ্নী অস্ত্র।

দূতঘটোৎকচ ঃ সপ্তরথী মিলে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করার পর পুত্রশোকাতুর অর্জুন প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হলেন। এদিকে কৃষ্ণের কথামত কৌরবসভায় শান্তির প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন ঘটোৎকচ। দুর্যোধন তাঁকে অপমানিত করলেন। অবশেষে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কথায় শান্ত হলেন।

মধ্যমব্যায়োগ ঃ মাতা হিড়িম্বার উপবাস পারণের জন্য পুত্র ঘটোৎকচ এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র হিড়িম্বার খাদ্যরূপে যেতে সম্মত হয়। তার অনর্থক বিলম্ব দেখে ঘটোৎকচ 'মধ্যম, মধ্যম' বলে ডাকতে শুরু করে। মধ্যম পাণ্ডব

Scanned with CamScanner

ভীম সেই ডাক শুনে ঘটোৎকচের নিকট উপস্থিত হন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে ব্রাহ্মণপুত্রের পরিবর্তে নিজেকে হিড়িম্বার ভোজ্যরূপে উৎসর্গ করতে চান। ভীমের প্রস্তাবে ঘটোৎকচ সম্মত না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। অবশেষে স্বেচ্ছায় ভীম ঘটোৎকচের সঙ্গে যান এবং স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে মিলিত হন। ঘটোৎকচ ভীমকে নিজের পিতা বলে জানতে পারে।

পঞ্চরাত্র ঃ এটি তিন অঙ্কে রচিত সমবকার জাতীয় রূপক। যজ্ঞশেষে দুর্যোধন আচার্য দ্রোণকে দক্ষিণা দিতে চাইলে দ্রোণ পাণ্ডবদের জন্য রাজ্যের অর্ধাংশ প্রার্থনা করেন। কুটিলমতি শকুনি তাতে একটি শর্ত যোজনা করেন—পাঁচ রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ আনতে পারলে দুর্যোধন দ্রোণের অভিলাষ পূর্ণ করবেন। এদিকে সংবাদ এল যে—অমিত বলশালী ক্রীচককে কোন এক অজ্ঞাতপরিচয় বীর বাহুবলে হত্যা করেছে। ভীষ্ম বুঝতে পারলেন যে, এই অসাধ্য সাধনকারী বীর ভীম ছাড়া আর কেউ নন। তিনি আরও নিশ্চিত হতে চান। তাই তাঁর কথামত কৌরবেরা বিরাটরাজের গোধন-হরণে যুদ্ধযাত্রা করল। পাণ্ডবেরা তখন অজ্ঞাতবাসকালে ছদ্মবেশে বিরাটরাজের আশ্রয়ে ছিলেন। যুদ্ধে পাণ্ডবদের সন্ধান পাওয়া গেল। দুর্যোধন পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাণ্ডবদের রাজ্যার্ধ দান করলেন। দুর্যোধনের যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্রোণকর্তৃক দক্ষিণা প্রার্থনা, শকুনির শর্ত, রাজ্যার্ধদান প্রভৃতি অমহাভারতীয় ঘটনা এই নাটকে নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত।

উরুভঙ্গ ঃ মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গই এই নাটকের মূল বিষয়। এটি একাঙ্ক নাটক। নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ লঙ্ঘন করে এই নাটকে ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ এবং দুর্যোধনের মৃত্যু দেখানো হয়েছে রঙ্গমঞ্চে। সংস্কৃতসাহিত্যে উরুভঙ্গই একমাত্র দুঃখাত্মক নাটক বা Tragic Drama.

বালচরিত ঃ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন অবলম্বনে রচিত একাঙ্ক নাটক। বালচরিতের উৎস মহাভারতের হরিবংশ। অত্যাচারী কংসের ভয়ে বর্ষণমুখর রাত্রির ঘোর অন্ধকারে বসুদেব নবজাতক শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হয়ে তাঁকে রেখে এলেন গোপরাজ নন্দের আলয়ে। এদিকে কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের হাতে নিধনের ভয়ে সন্ত্রস্ত। তার প্রেরিত সমস্ত অনুচর বালক কৃষ্ণের হাতে নিহত হল। কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস তাঁকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানাল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণই কংসকে বধ করেন।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ঃ এটি চার অঙ্কের নাটক। এর কাহিনী বৃহৎকথা থেকে গৃহীত। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। প্রদ্যোত মহাসেন উদয়নকে বন্দী করে তাঁর কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গীতশিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কৌশলে প্রভু উদয়নকে মুক্ত করেন। পরস্পর প্রণয়াসক্ত উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রণয় পরিণয়ে সার্থকতা লাভ করে।

স্বপ্নবাসবদত্ত ঃ বৃহৎকথায় বর্ণিত উদয়ন-কাহিনীর শেষাংশ অবলম্বনে ছয় অঙ্কে নাটকটি রচিত। উদয়নের রাজ্য শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ মন্ত্রী

যৌগন্ধরায়ণ স্থির করেন যে, শত্রুদমনের জন্য মগধরাজের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন আবশ্যক এবং তা সম্ভব উদয়নের সঙ্গে মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর বিবাহের মাধ্যমে। কিন্তু বাসবদত্তার সহায়তা ভিন্ন এই অসাধ্য সাধন অসম্ভব। যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করে আবন্তিকার ছদ্মবেশে তাঁকে পদ্মাবতীর কাছে ন্যস্ত রাখেন। এদিকে পদ্মাবতী ও উদয়নের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। অবশেষে বাসবদত্তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়।

অবিমারক ঃ প্রচলিত লোককথা অবলম্বনে রচিত অবিমারক ছয় অঙ্কের নাটক। সৌবীর রাজপুত্র অবিমারক এবং রাজকন্যা কুরঙ্গীর প্রণয় এই নাটকের উপজীব্য বিষয়। অভিশপ্ত রাজপুত্র অবিমারক নীচজাতীর ন্যায় জীবনযাপন করত। রাজকন্যা কুরঙ্গীর সঙ্গে সে ছদ্মবেশে মিলিত হয়। অবশেষে নানা অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে উভয়ের বিবাহ নিষ্পন্ন হয়।

চারুদত্ত ঃ এটি চার অঙ্কের নাটক। দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও নটী বসন্ত-সেনার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত। মদনমন্দিরের উৎসব-প্রাঙ্গণে উভয়ের সাক্ষাৎকার এবং প্রণয়ের সূচনা। কিন্তু দরিদ্র চারুদত্তের সঙ্গে বসন্তসেনার প্রণয়ের প্রধান অন্তরায় ছিল বসন্তসেনার অর্থলোলুপ জননী। দুর্বৃত্ত রাজশ্যালক শকারের প্রলোভন ও মায়ের পীড়াপীড়ি উপেক্ষা করে বসন্তসেনা চারুদত্তের কাছে যেতে উদ্যত হন। এখানে নাটকটি হঠাৎ সমাপ্ত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার মিলন না থাকায় নাটকটিকে অসমাপ্ত বলে অনুমান করা হয়। নাটকটি কবিকল্পিত হলেও বিষয়বস্তুর বিন্যাসে অনেকটা বৃহৎকথার কাছে ঋণী। ভাসনাটকচক্রের অন্তর্ভুক্ত 'চারুদত্ত' অন্যান্য নাটকগুলি থেকে স্বতন্ত্র ও অভিনব বৈশিষ্ট্যে বিলক্ষণ। অধ্যাপক সি. আর. দেবধরের মতে "The Cārudatta is possibly the only play that stands out from this group and has peculiarities which are not shared by the rest of the plays." (Plays ascribed a Bhāsa–their authenticity & merits, p-19).

ভাসের নাট্যপ্রতিভা

নাট্যকাররূপে ভাসের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। রামায়ণ, মহাভারত বা প্রাচীন লোককথা থেকে নাটকের কাহিনী আহরণ করে কল্পনার রঙে ও প্রতিভাস্পর্শে সেই পুরাতন কাহিনীকে তিনি অভিনব করে তুলেছেন। কল্পিত বৃত্তান্তের সংযোজন ভাসের নাটকগুলিকে নাট্যকলার উৎকর্ষে মণ্ডিত করেছে। ঘটনার সংঘাত বা দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণস্বরূপ। এই নাট্যদ্বন্দ্ব নাটকীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টির মূল যা ভাসের নাটকগুলিতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কাহিনী বিন্যাসের ন্যায় সংলাপ রচনাতেও ভাস ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সংলাপগুলি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর, অযথা দীর্ঘায়িত নয়। গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাই এমন প্রাঞ্জল যে মনে হয়, ভাস যেন তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কথ্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা কুশীলবের মুখে সংলাপ রূপে বসিয়ে দিয়েছেন। এভাবে নাটকের ভাষা কৃত্রিমতা বর্জিত

Scanned with CamScanner

হওয়ায় হয়ে উঠেছে বাস্তবোচিত ও হৃদয়গ্রাহী। সমালোচক A. D. Pusalker-এর মতে—"The language is very simple, natural and touching, alternated with simple figures of speech like simile and metaphor." (Bhāsa—A study, p-94).

অভিনয়ের উপযোগী ঘটনার গতিবেগ ভাসের নাটকগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঘটনার দ্রুততা সম্পাদনের জন্যই নাট্যকার কোন নাটকীয় পাত্রপাত্রীর মুখে যেমন অযথা দীর্ঘ সংলাপ আরোপ করেন নি, তেমনি কোন নাটকীয় পাত্রপাত্রীকে অধিকক্ষণ মঞ্চে আবদ্ধ রেখে দর্শকের বিরক্তি উদ্রেক করেন নি। কালিদাস বা ভবভূতির নাটকের মত ভাসের নাটকগুলিতে কাব্যগুণের উৎকর্ষ হয়তো নেই, তবুও নাটকীয়তার দিক থেকে সেগুলি উচ্চ প্রশংসিত। ভিন্তারনিৎসের মতে ভাস-রচিত নাটকগুলি—"are all very dramatic, full of life and action."

চরিত্রচিত্রণেও ভাসের প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট। মুখ্য চরিত্রের পাশাপাশি গৌণ চরিত্রগুলিও নাট্যকারের প্রতিভার দীপ্তিতে যেন ভাস্বর হয়ে উঠেছে। সামান্য উক্তি-প্রত্যুক্তিতেই চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বে জর্জরিত বাসবদত্তার আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য, প্রতিমা নাটকে পিতার মৃত্যু সংবাদ জানার পর ভরতের হৃদয়বেদনা, পঞ্চরাত্রে শকুনির কুটিলতা, স্বপ্ননাটকে যৌগন্ধরায়ণের নীতি-বিচক্ষণতা, ঊরুভঙ্গে দুর্যোধনের অনুতাপ, কর্ণভার নাটকে দেবতার ছলনার কাছে দানশীল কর্ণের দানের মাহাত্ম্য আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলি পরিসরে ক্ষুদ্র হলেও চরিত্রচিত্রণের গৌরবে অবিস্মরণীয়। পরস্পর বিপরীতধর্মী চরিত্রের সমাবেশের দ্বারা তিনি একটি চরিত্রের মহত্ত্বকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দূতবাক্য' নাটকে দুর্যোধনের নীচতার কাছে শ্রীকৃষ্ণের মহানুভবতা স্পষ্ট। 'কর্ণভার' নাটকে দেবরাজ ইন্দ্র ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে সামান্য মানবে রূপান্তরিত হয়েছেন, কিন্তু দানের গৌরবে মানুষ কর্ণ উন্নীত হয়েছেন দেবতার স্তরে। রসপরিবেশনেও ভাসের কুশলতা লক্ষণীয়। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত প্রভৃতি রসের সার্থক সংযোজনে ভাস যথার্থ সার্থক। বিদূষকের বাচনভঙ্গী ভাসের পরিহাস কুশলতার স্বাক্ষরবাহী। অলংকার প্রয়োগেও ভাসের পরিপাটী লক্ষণীয়। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অনুমান, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি অলংকারের বহুল অথচ সাবলীল প্রয়োগ নাটকগুলিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। কাহিনী উপস্থাপনার কৌশলে, সংলাপের সহজ সরল ভঙ্গীতে, নাট্যকলার দক্ষতায়, চরিত্রচিত্রণের সার্থকতায়, রসপরিবেশনের কুশলতায়, ছন্দের সুষমায় এবং অলংকার প্রয়োগের পরিমিতিতে ভাসের নাটকগুলি হয়ে উঠেছে অনবদ্য ও উৎকৃষ্ট। কালিদাস-পূর্ব যুগের নাট্যকার রূপে ভাস যথার্থ প্রথিতযশা।

Scanned with CamScanner